তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৪

**পেশাগত ব্যাধির তালিকা সংশোধন করা হবে**

 **--- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, প্রায় শতবছর পূর্বে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের তফসিল ৩ এর অনুরূপ ২০০৬ সালের শ্রম আইনে পেশাগত ব্যাধির তালিকা সংশোধন করা হবে। তিনি বলেন, দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে, সেগুলোতে বিদ্যমান আপদ বিবেচনায় পেশাগত ব্যাধির হালনাগাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের ১১তম সভায় সভাপতির বক্তৃতায় এসব জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ কে সংশোধন করা হবে। এজন্য যতদ্রুত সম্ভব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইসিডিডিআরবি, বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদপ্তরকে সংযুক্ত করে নীতিমালাটি যুগোপযোগী করার নির্দেশ প্রদান করেন তিনি।

 সভায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা সংশোধনে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (শ্রম) কে আহ্বায়ক এবং উপ-মহাপরিদর্শক (সেইফটি)কে সদস্য সচিব করে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়। এজন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। সভায় ইতোমধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক কনভেনশন আইএলও তে যে মৌলিক কনভেনশন হিসেবে গৃহীত হয়েছে, তার ওপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

 সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দীন আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ রহিম খান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আশরাফ আহাম্মেদ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দেলোয়ারা বেগম, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তসলিমা কানিজ নাহিদা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মিনা মাসুদ উজ্জামানসহ আইএলও, বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি, মালিক প্রতিনিধি, শ্রমিক প্রতিনিধি, জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন ।

 সভায় পরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) এবং বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল ২০১৯ এর (বাংলা অনুবাদ) মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

#

আকতার/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫২

**ভূমি বিষয়ক আইন সম্পর্কিত ভুয়া খবর এবং গুজব প্রসঙ্গে সতর্কতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

 ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ‘ভূমি আইন পাস হয়েছে, ১০ই জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে’ মর্মে একটি ভুয়া খবর সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে যা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনার সময় নজরে আসে। এই ধরনের ভুয়া খবর বা গুজব জনমনে বিরূপ প্রভাব ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে - যা মোটেই কাম্য নয়।

 প্রকৃত তথ্য হচ্ছে 'ভূমি আইন’ নামে কোনো আইন জাতীয় সংসদে এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করা হয়নি। সর্বসাধারণকে এ ধরনের ভুয়া খবর বা গুজবের বিষয়ে অধিকতর সর্তক থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

 উল্লেখ্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুয়া খবর বা গুজব ইন্টারনেটে প্রচার করা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

 হেল্পলাইন ১৬১২২ (বিদেশ থেকে +৮৮০ ৯৬১২৩ ১৬১২২) নম্বরে কল করে, কিংবা, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্ভিস পেজ ‘ভূমিসেবা Land Service’ ফেসবুক পেজে (www.facebook.com/land.gov.bd) কমেন্ট করে কিংবা মেসেজ (বার্তা) প্রেরণ করে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য জানা যাবে, ভূমি সেবা গ্রহণ করা যাবে এবং ভূমি বিষয়ক অভিযোগ জানানো যাবে।

 প্রসঙ্গত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদের। আইন প্রণয়নের ঘটনা জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য সংবাদ, যা সাধারণত দেশের সকল ধরনের জাতীয় গণমাধ্যমে খুবই গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়। এছাড়া নতুন আইন প্রণয়নের পর তা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি পোর্টালে প্রকাশ করা হয়।

#

নাহিয়ান/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০০০ঘণ্টা

Handout Number : 251

**Newly appointed Ambassador of China to Bangladesh calls on State Minister for Foreign Affairs**

Dhaka, 22 January :

The newly appointed Ambassador of the People’s Republic of China to Bangladesh Yao Wen paid a courtesy call on State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam at the Ministry of Foreign Affairs today.

Congratulating the new Ambassador on the Chinese New Year’s Day, the State Minister thanked China for being the largest bilateral trade partner of Bangladesh. During the meeting, he also thanked the Chinese government for its support in dealing with Covid-19 pandemic and the repatriation of Bangladeshi students from China and their subsequent return to China to continue their higher studies.

At the meeting, State Minister Shahriar Alam hoped that the bilateral relations between the two countries would reach new heights during the tenure of the new Ambassador. Both sides cordially exchanged views on bilateral and multilateral cooperation of mutual interests, including trade and investment, infrastructure development, connectivity, COVID situation etc. The State Minister also highlighted the importance of establishing direct air connectivity and requested the Chinese Ambassador to consider Bangladesh as a suitable place for industry relocation from China. The Chinese Ambassador showed interest to conclude an MOU on PPP for the growth of bilateral trade and commerce.

Regarding the Rohingya issue, the State Minister thanked China for its active role in a trilateral initiative among Bangladesh, Myanmar and China to provide a platform for dialogue to promote the early return of the forcibly displaced Rohingyas to Myanmar. The State Minister hoped that the Pilot Project of repatriation would be executed at an early date. He wished Ambassador Yao successful tenure in Bangladesh and assured him of full cooperation in discharge of his duties.

#

Mohsin/**Pasha**/**Siraj/Mosharaf** /Mahmudul/Shamim/ 2023/1925 hours

Handout Number: 250

**Bangladesh strongly condemns the act of burning of the Holy Quran in Stockholm**

Dhaka, 22 January:

Bangladesh strongly condemns the act of burning of the Holy Quran by a far-right activist on 21 January 2023 in front of the Embassy of the Republic of Türkiye in Stockholm. Bangladesh expresses grave concern over the act of insulting the sacred values of the Muslims all over the world in the guise of ‘freedom of expression’.

Islam is a religion of peace and tolerance. Bangladesh believes that the freedom of religion must be upheld and respected under any circumstances. Bangladesh urges all concerned to refrain from unwarranted provocation for the sake of harmony and peaceful coexistence.

#

Mohsin/Pasha/Seraj/Mosharaf/Mahmud/Abbas/2023/2100 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯

**সরকারের অন্যতম বড় অর্জন হলো সাফল্যের সাথে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ**

 **-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি):

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সরকারের অন্যতম বড় অর্জন হলো সাফল্যের সাথে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে গৌরনদী উপজেলার স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বৈশ্বিক মহামারি নভেল করোনা ভাইরাস মানব সভ্যতাকে ইতিহাসের এক চরম বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এ মহামারির ক্রান্তিলগ্নে বর্তমান সরকার সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এতে করে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি বলেন, করোনাকালে স্থানীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ মানুষের জন্য স্মরণীয় স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবার মান আরো সম্প্রসারণ ও গণমুখী করার পরামর্শ দেন। তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের সার্বিক কল্যাণে সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮

**শান্তি চুক্তির ফলে পাহাড়ে শান্তি ফিরে এসেছে**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

‍

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংঘটিত শান্তি চুক্তি ও এর বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ে শান্তি ফিরে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন ও অগ্রগতি জোরদার হয়েছে। উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত হয়েছে পাহাড়ি জনপদের মানুষ।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর ৮ নং ফ্লোরে ‘ব্র্যাক’ ও ‘ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘ব্র্যাক বিতর্ক বিকাশ : পাহাড়ে বিতর্ক উৎসব’ শিরোনামে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশের ৪৯টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পার্বত্য এলাকার তিনটি জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিতর্কের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বাল্যবিবাহ একটি দুষ্ট ব্যাধি। এ ব্যাধি দূরীকরণে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

ব্র্যাকের এডুকেশন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের পরিচালক সাফি রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামের কর্মসূচি প্রধান প্রফুল্ল চন্দ্র বর্মণ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

উদ্বোধন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রাঙ্গামাটি জেলার মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় ও বান্দরবান জেলার সুয়ালক উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করা হয়- ‘সামাজিক সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে।’

#

ফয়সল/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৭

**মার্চ থেকেই সরকারি হাসপাতালে চেম্বার করবেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা**

 **---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, এ বছরের মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ নির্দিষ্ট অফিস সময়ের বাইরের সময়ে আলাদাভাবে প্রস্তুতকৃত সরকারি হাসপাতালেই চেম্বারের মাধ্যমে রোগী দেখবেন। চিকিৎসকদের ডিউটি সময়ের বাইরে বিভিন্ন ক্লিনিক বা ফার্মেসিতে যেভাবে চেম্বার খুলে রোগী দেখতে হতো, সরকারি এই বিশেষ সুবিধার ফলে নিজ নিজ সরকারি কর্মস্থলেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চেম্বারে রোগী দেখতে পারবেন। এ বিষয়ে চিকিৎসক নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সব মহলের মতামত নিয়েছে সরকার। এই কাজটি শুরু করতে দ্রুতই একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে দেওয়া হচ্ছে।

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চিকিৎসক পেশাজীবী সংগঠনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে ‘ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস বিষয়ক একটি জরুরি সভায়’ সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সভায় দুইদিন আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সারাহ ইসলাম নামে একজন মৃত্যু পথযাত্রী নারী রোগীর মরণোত্তর অঙ্গদানের মতো মহানুভব বিষয়টি তুলে ধরেন মন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, সারাহ ইসলাম নামে একজন অল্পবয়সী নারীর মৃত্যুর আগে দান করে যাওয়া অঙ্গ থেকে ৪ জন মানুষের বেঁচে থাকাটা আরো সুন্দর হয়েছে। সারাহ ইসলামের দান করা কিডনি, কর্নিয়ার মাধ্যমে শামীমা (৪০) এবং হাসিনা (৩৪) নামের দুজন মহিলা কিডনি পেয়েছেন এবং ফেরদৌস (৫৬) ও সুজন (২৪) নামে দুজন পুরুষ তাঁর চোখ পেয়েছেন। এই সুন্দর কাজটি হয়েছে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে। মন্ত্রী এক্ষেত্রে সকলকেই মরণোত্তর অঙ্গদানের বিষয়ে উৎসাহিত করেন।

সভায় বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর সভাপতি ডা. মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব
মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম, স্বাচিপ সভাপতি অধ্যাপক ডা. জামাল উদ্দিন চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ, সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এএইচএম এনায়েত হোসেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নিউরো হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৬

**রমজানে একসাথে বেশি পণ্য না কেনার আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর**

রংপুর, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, মজুত ও বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোনো পণ্যের সংকট হবে না, মূল্যও বৃদ্ধি পাবে না। ভোক্তাগণ যদি একসাথে বেশি পণ্য ক্রয় না করেন, তাহলে বাজারে পণ্যের ওপর একসাথে বেশি চাপ পড়বে না। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোক্তাগণ স্বাভাবিক পরিমাণ পণ্য ক্রয় করলে কোনো সমস্যা হবে না।

মন্ত্রী আজ রংপুর ক্রিকেট গার্ডেনে রংপুর চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে আয়োজিত মাসব্যাপী রংপুর শিল্প ও বাণিজ্য মেলা-২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পবিত্র রমজান মাসকে কেন্দ্র করে বা স্বাভাবিক সময়ে কোনো ব্যবসায়ী কোনো ধরনের অবৈধ মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এসকল পণ্যের আমদানিকারক, বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা চলছে। সরকার ব্যবসায়ীদের চাহিদা মোতাবেক সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আসন্ন রমজান মাসে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে, এতে অর্থনীতিতে কিছুটা প্রভাব পরা স্বাভাবিক। গ্যাস দিয়ে যে সব পণ্য উৎপাদন করা হয়, সে সব পণ্যের মূল্যের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়বে। নতুন করে গ্যাসের দাম নির্ধারণে আলোচনা চলছে। দেশের মানুষের জন্য ন্যায্যমূল্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, রংপুর চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত মাসব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় স্থানীয় ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ১২০ টি স্টল রয়েছে। এবারের মেলায় রয়েছে দৃষ্টিনন্দন প্রবেশ গেইট, পানির ফোয়ারাসহ শিশুদের বিভিন্ন প্রকার রাইডের ব্যবস্থা। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা দর্শনাথীদের জন্য খোলা থাকবে।

রংপুর চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সায়ফুজ্জামান ফারুকী, রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ আবুল কাশেম ও অধ্যাপক মাজেদ আলী বাবুল, রংপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, রংপুর চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের শিল্প ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংস্থার আহ্বায়ক আবু হেনা মোঃ রেজওয়ানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী তাঁর নির্বাচনি এলাকা কাউনিয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা টিপু মুনশি অডিটোরিয়ামে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং কাউনিয়ার মধুপুরে তিন দিনব্যাপী অষ্টপ্রহর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

#

বকসী/পাশা/সিরাজ/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৬৭৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯০ হাজার ৯৬০ জন।

#

কবীর/পাশা/সিরাজ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৬২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৪

**প্রযুক্তির প্রয়োগ যত বাড়বে গ্রাহক সেবার মান তত টেকসই ও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে থাকবে**

 **---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, প্রযুক্তির প্রয়োগ যত বাড়বে গ্রাহক সেবার মান তত টেকসই ও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে থাকবে। গ্রাহকবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা বাঞ্চনীয়। গ্রাহকদের সমস্যা, প্রয়োজন বা অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে শুনে তা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে সেবার মান আরো বাড়াতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার মিরপুরে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)’র স্ক্যাডা সিস্টেম (SCADA- Supervisory Control And Data Acquisition) -এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সার্বিকভাবে ডেসকো ভালো করলেও কতটা ভাল করছে তা গ্রাহকরাই বলতে পারবে। সেবার মান নিয়ে জরিপ করা যেতে পারে। বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে সচেতনতা বাড়ানোয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এসময় তিনি বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও উপকেন্দ্রসমূহ ভূ-গর্ভস্থ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডেসকো’র নিয়ন্ত্রণাধীন ৬৯ টি স্টেশনের বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে পর্যবেক্ষণ ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে ডেসকোতে (SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ফিডার লোডের মান সময়ভেদে লোডের তারতম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে লোড পরিচালনা করবে। ফলে ডেসকোর ১২ লাখ গ্রাহক আরো উন্নত সেবা পাবে।

ডেসকো’র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান ও ডেসকো’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাওসার আমীর আলী বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/সিরাজ/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৬১১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৩

**ডিজিটাল অভিযাত্রায় বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে সফলভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এবার আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মার্ণের লক্ষ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি ২০৪১ মাস্টারপ্ল্যান’ প্রণয়ন করেছি। এ মাস্টারপ্ল্যান অনুসারে আমরা এর চারটি স্তম্ভ- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি এর আলোকে ৪০টির বেশি প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় আইসিটি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ‘সেলিব্রেটিং ফিফটি ইয়ার্স অব বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পার্টনারশিপ’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ও স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থাপিত তথ্যের ওপর বক্তব্য প্রদানকালে এ আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশনস) অ্যাক্সেল ভ্যান ট্রটসেনবার্গ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার উল্লেখ করে ট্রটসেনবার্গ বলেন, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে একযোগে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি স্টার্টআপের বিকাশে সরকারের নানা উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং তরুণদের মেধাকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আগামীতেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা ও সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

#

শহিদুল/অনসূয়া/শাম্মী/শামীম/২০২৩/১৪৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪২

**২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে শিপিং সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে**

 -**নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। এরই অংশীদার হিসেবে শিপিং সেক্টরও জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউিট (এনএমআই) চট্টগ্রামের ২৪তম এবং এনএমআই, মাদারীপুর এর ১৩তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী রেটিংসদের পাসিং আউট অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মোঃ নিজামুল হক, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউিটের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন আতাউর রহমান প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন, ন‍্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউিট, চট্টগ্রামকে মেরিটাইম কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে পরিণত করার সরকারি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে ‘শেখ রাসেল সিমুলেটর ভবন’ নির্মাণ করেছে। যার মধ্যে ফুল মিশন ব্রিজ সিমুলেটর, ফুল মিশন ইঞ্জিন সিমুলেটর এবং হাই ভোল্টেজ সিমুলেটরসহ অন্যান্য আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের শিপিং সেক্টরের সংশ্লিষ্ট অফিসার ও রেটিংদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশি অফিসার ও রেটিংদেরকে আর বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হবেনা। ফলে দেশের আর্থিক সাশ্রয় হবে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউিট, চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণে মাদারীপুর শাখার স্থাপনাদির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই এই ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। সেখানে প্রতি ব্যাচে ৩০০ জন করে ২টি ব্যাচে প্রতি বছর ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রামে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউিট, কুড়িগ্রাম শাখা স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে দুজন রেটিংসকে গোল্ড মেডেল ও সিলভার মেডেল পদক প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৯৭জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ‍্যে ৬৮ জন মাদারীপুর এনএমআই'র। প্রতিমন্ত্রী পাসিং আউট রেটিংসদের মার্চ পাস্ট পরিদর্শন করেন। তিনি শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে ইনস্টিটিউিটের নবনির্মিত মসজিদ ও শেখ রাসেল সিমুলেটর ভবন উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/শাম্মী/শামীম/২০২৩/১৪১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪১

**স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কৃষি, শিল্প ও শিক্ষায় স্মার্ট হতে হবে**

 **- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবার আগে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষায় স্মার্ট হতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে এরই ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চলমান অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে হবে।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় বিয়াম মিলনায়তনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান। সাবেক সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম) রিয়ার এডমিরাল মো: খুরশেদ আলম (অব:), প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহ বক্তৃতা করেন।

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী  বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলকে কৃষিপ্রধান  অঞ্চল  উল্লেখ করে বলেন, আইওটি প্রয়োগের মাধ‌্যমে কৃষি ও মৎস‌্য চাষে বিপ্লব ঘটিয়ে এই অঞ্চলকে স্মার্ট অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ করতে হবে। ২০০৯ সালের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে।  ময়মনসিংহকে কৃষিপ্রধান অঞ্চল থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি দক্ষতা সম্পন্ন অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষিতে  ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার প্রযুক্তি সাধারণের নাগালে পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অংকুরিত বীজটি চারা গাছে এবং ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত তা বিরাট মহিরূহে রূপান্তর করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে তিনি পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতায় উপনীত করেছেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/শাম্মী/আলী/শামীম/২০২২/১০১৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪০

**খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে উন্নত দেশগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নত দেশগুলোকে দায়িত্বশীল ও আরো তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। একইসঙ্গে, খাদ্য ও কৃষি উপকরণকে যুদ্ধ ও অবরোধের বাইরে রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

গতকাল জার্মানির বার্লিনে ‘১৫তম বার্লিন কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে’ মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের (বিএমইএল) আয়োজনে ৪ দিনব্যাপী (১৮-২১ জানুয়ারি) ‘১৫তম গ্লোবাল ফোরাম ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের (জিএফএফএ) শেষ দিনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশের কৃষিমন্ত্রী ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী বলেন, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নির্দোষ ভুক্তভোগী বাংলাদেশ। এ যুদ্ধের ফলে সারের দাম চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, খাদ্যশস্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে যা খাদ্য নিরাপত্তায় প্রভাব ফেলেছে। এ নেতিবাচক প্রভাব নিরসনের জন্য আমি উন্নত বিশ্বকে নমনীয়, সহজ ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

আগামীতে খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতি তুলে ধরে ড. রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি উন্নত, টেকসই ও জলবায়ুসহনশীল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে, যার মাধ্যমে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই হবে, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত হবে, কৃষকেরা উন্নত জীবন পাবেন। কিন্তু জমি হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-১৯ ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে, কপ২৬, কপ২৭ ও অন্যান্য বৈশ্বিক ফোরামে দেয়া প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য উন্নত দেশগুলোকে আমি অনুরোধ করছি।

সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: রুহুল আমিন তালুকদার ও বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার মো. সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

১৫তম গ্লোবাল ফোরাম ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার ও কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলনে জানান হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী বৈশ্বিক ক্ষুধা নিরসন (জিরো হাঙ্গার) করার কথা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ক্ষুধায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালে ৭০ কোটি ২০ লাখ থেকে ৮২ কোটি ৮০ লাখ মানুষ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছে, যা ২০২০ সালের তুলনায় ৪ কোটি ৬০ লাখ এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ১৫ কোটি বেশি। বর্তমানে বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে খারাপ খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। প্রজাতি বিলুপ্তি, কোভিড ১৯ আর যুদ্ধ খাদ্যসংকটে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কীভাবে ক্রাইসিস-প্রুফ খাদ্য ব্যবস্থা, জলবায়ুসহনশীল খাদ্য ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং টেকসই বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহযোগিতা বাড়ান যায়- এই চারটি বিষয়কে সম্মেলনে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। 'ফুড সিস্টেম ট্রান্সফর্মেশন: এ ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেসপন্স টু মাল্টিপল ক্রাইসেস' শিরোনামে এ সম্মেলনে বিগত চার দিনে অংশগ্রহণকারী দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি ও কৃষিমন্ত্রীরা আলোচনা করে একটি ‘যৌথ ইশতেহার’ (কমিউনিক) ঘোষণা করেছেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/শাম্মী/ইমা/২০২৩/১১১৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৯

**জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৩ জানুয়ারি ‘জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) ২৭তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন ও সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে সফলভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একইভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সবক’টি লক্ষ্য অর্জনে আমরা সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবেও বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাদৃত। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

আমাদের সরকার বৈশ্বিক মহামারি করোনার ভয়াবহতা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যাবলী মোকাবিলা করে সর্বক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমরা করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়টি সামনে রেখেই উন্নত রাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বস্তরে দরকার দক্ষ মানবসম্পদ। সুপ্রশিক্ষিত, দক্ষ ও নিবেদিত কর্মীবাহিনী ছাড়া কোন চ্যালেঞ্জ যথাযথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। আর চৌকশ ও পেশাদার কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার প্রধান মাধ্যম হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

আমরা প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে প্রশিক্ষণ সেক্টরের উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সরকার যে জনপ্রশাসন নীতি বাস্তবায়ন করছে তাতে প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোসহ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্যাডার অফিসারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ চার মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাস করা হয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসকে সেবাধর্মী, উন্নয়নবান্ধব ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের পরিসর বাড়ানোসহ নানাবিধ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে একজন নির্বাহী ও কর্মীর মনোবল, দক্ষতা তথা সার্বিক মান উন্নয়ন সম্ভব; যা মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

বিএসটিডি দীর্ঘকাল ধরে মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ বিষয়ক বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্ভাবন, গবেষণা পরিচালনা, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয়মূলক কাজ ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ আয়োজন করে রাষ্ট্রের মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমি আশা করি, বিএসটিডি আগামী দিনেও সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

আমি ২৭তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 **জয় বাংলা**,**জয় বঙ্গবন্ধু**

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/ অনসূয়া/শাম্মী/ইমা/২০২৩/১০৪৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮

**জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৩ জানুয়ারি ‘জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) কর্তৃক ২৭তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন দক্ষ, অভিজ্ঞ, পেশাদার, সেবামুখী ও পরিশ্রমী কর্মীবাহিনী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে পেশাভিত্তিক, উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। বৈশ্বিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলার পাশাপাশি সরকার একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যথাযথ বাস্তবায়নে দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। এজন্য দরকার আধুনিক ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি বিগত চার দশকের অধিক সময় যাবৎ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সফল করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আমি মনে করি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করাও জরুরি। বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে-এই প্রত্যাশা করি।

আমি ২৭তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/শাম্মী/আলী/আসমা/২০২২/১০১৫ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭

**আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা**

ঢাকা, ৮ মাঘ (২২ জানুয়ারি) :

**১৪৪**৪ **হিজরি সনের** পবিত্র শবেমেরাজ তারিখ নির্ধারণ **এবং পবিত্র রজব মাসের চাঁদ দেখার লক্ষ্যে আগামীকাল (**২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬. ০০ টায় (**বাদ মাগরিব**) ইসলামিক ফাউন্ডেশন **বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান ।**

**বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র** রজব **মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।**

**টেলিফোন নম্বর :** ০২-২২৩৩৮১৭২৫**,** ০২-৪১০৫০৯১২,০২-৪১০৫০৯১৬ **ও** ০২-৪১০৫০৯১৭**।**

**ফ্যাক্স নম্বর :** ০২-**২২৩৩৮৩৩৯৭ ও** ০২-**৯৫৫৫৯৫১।**

#

শায়লা/অনসূয়া/শাম্মী/ইমা/২০২৩/১০১৫ ঘণ্টা